বাদামী গাছ ফড়িং বা বিপিএইচ (কারেন্ট পোকা)
দমনে কৃষক ভাইদের করনীয়

ধানের অন্যতম কীট শত্রু বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ)। অনেকেই এ পোকাকে "গুনগুনি" বা "কারেন্ট পোকা" বলে থাকে। এ পোকার আক্রমণে ধান ক্ষেতের বেশ ক্ষতি হয়ে থাকে। এ পোকা ধান গাছের গোড়ায় বসে রস চুষে খায়। সেজন্য ধান গাছ খুব কম সময়ের মধ্যে মরে যায়। এতে ধানের ফলন মারাত্মক ভাবে হ্রাস পায়। সেজন্য এ পোকা দেখা মাত্রই দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বীজতলার চারা থেকে শুরু করে ধান পাকা পর্যন্ত সব স্তরেই এ পোকা ক্ষতি করতে পারে। আমন মৌসুমে সেপ্টেম্বর মাসে বাদামি গাছ ফড়িং ডিম পাড়ে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে "হপার বার্ণ" সৃষ্টি করে। দ্রুত বংশ বৃদ্ধির কারণে মাঠের পর মাঠ ফসলের ২০%-১০০% পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে।

আক্রমণের অনুকূল পরিবেশঃ

* গাছের ছায়ার নিচে চারা ঘন করে রোপন করলে ও জমি স্যাঁতস্যাতে হলে এবং জমিতে দাঁড়ানো পানি থাকলে।
* বাতাস চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে, দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১৮-২০ ডিগ্রি সে. হলে এবং উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করলে।
* অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে।
* এ্যালোপাথারি ও ভুল কীটনাশক ব্যবহার করলে।

প্রতিকার ও দমন ব্যবস্থাঃ

- নিয়মিত ধান গাছের গোড়া ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- জমিতে বাদামী গাছ ফড়িংয়ের সংখ্যা বেড়ে গেলে ক্ষেতের পানি বের করে জমি শুকাতে হবে।
- ধান ক্ষেতে ২ হাত পর পর ফাঁকা করে দিয়ে গাছের গোড়ায় আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আইলের আগাছা ও জমিতে খড় থাকলে তা পরিস্কার করে দিতে হবে।
- ধান ক্ষেতের পাশে আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করে এবং জমিতে হাঁস ছেড়ে দিয়ে এ পোকা দমন করা যায়।
- অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে, আক্রমণ প্রবণ এলাকায় প্রতি বিঘায় (৩৩ শতকে) ৫ কেজি এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক যেমন- পাইরাজিন ৭০ ডব্লিউ ডিজি, প্লেনাম ৫০ ডব্লিউজি রাউটার, ফরচুনেট, সাবা, রাইজিন, ফুলস্টোপ ৮০ ডব্লিউ ডিজি, কোটান ৫০ ৮০ ব্লিউজি, নেয়ামত ৮০ ডব্লিউজি, দিয়া গোল্ড, পাইরিড প্লাস, লকডাউন, রামপি ৮০ ডব্লিউ ডি এ জাতীয় কীটনাশকের বোতল বা প্যাকেটে উল্লেখিত মাত্রা ও নিয়মে গাছের গোড়ায় বাঁকা নজেল স্প্রে মেশিন দিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।
- স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ধানের জাত (যেমন-বোরোতে ব্রি-ধান ২৮ এবং আমনে ব্রি-ধান ৫৬, ব্রি-ধান ৫৭, বিনা ধান-৭) এ পোকার আক্রমণ এড়িয়ে চলতে পারে।
- বাদামি গাছ ফড়িংয়ের আক্রমণ হলে গ্রামের সবাই মিলে এ পোকা দমনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে এ পোকা বংশবিস্তার করে ধান ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।
- জমিতে দাঁড়ানো পানি থাকলে, পানি বের করে দিতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপ-সহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে অথবা ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারেঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সাপাহার, নওগাঁ।

মুদ্রণেঃ নাজমুল প্রেস এন্ড ডিজিটাল প্রিন্ট মিডিয়া, নিউ মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড) সাপাহার# ০১৭১২-২০৪৭১৪,
মুদ্রণ কালঃ সেপ্টেম্বর ২০২৩, মুদ্রণ সংখ্যাঃ ১০ হাজার কপি

ব্লাস্ট রোগ দমনে কৃষক ভাইদের করনীয়

ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ, চারা অবস্থা থেকে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যে কোন সময় এ রোগ দেখা দেয়। এটি পাতা ব্লাস্ট, গিট ব্লাস্ট ও নেক ব্লাস্ট নামে পরিচিত। অনুকূল অবস্থায় অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ধানের ব্যাপক ক্ষতি করে।

রোগের লক্ষণ:

ধানের পাতা, কান্ড ও শীষ আক্রান্ত হয়। প্রথমে পাতায় ডিম্বাকৃতি দাগ পড়ে। দাগগুলো চারিদিকে গাঢ় বাদামি ও মাঝের অংশ ছাই বা সাদা বর্ণের হয়। দাগ আস্তে আস্তে বড় হয়ে দুই প্রান্ত লম্বা চোঁখের আকৃতি ধারণ করে। নেক ব্লাস্ট হলে শীষের গোড়ায় কালো দাগ পড়ে এবং শীষের ঘাড় ভেঙ্গে যায় অর্থাৎ দুধ অবস্থায় শীষ আক্রান্ত হলে শীষের গোড়া কালো হয়ে শীষ ভেঙ্গে পড়ে ও চিটা হয়।

রোগের জন্য অনুকূল পরিবেশ:

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বাতাসের সংগে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি, উচ্চ আর্দ্রতা, দিনে গরম রাতে ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করলে ধানের শীষে এ রোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ধানের মাঠ শুকনা থাকলেও এ রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যবহার এ রোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

রোগ হওয়ার পর করণীয়:

* রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করা। * জমিতে ব্লাস্ট রোগ দেখামাত্র পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা।
* ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রাখা।

এছাড়া রোগ দেখা মাত্র নিম্নের যে কোন একটি ছত্রাকনাশক প্রয়োগের জন্য কৃষক ভাইদের পরামর্শ দেওয়া হইল:

ব্লাস্টিন (১৬ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম), ফিলিয়া (১৬ লিটার পানিতে ৩২ মিলি), থ্রি-অপশন (১ লিটার পানিতে ১ মিলি), স্টোমিন (১০ লিটার পানিতে ৬ গ্রাম), দিফা (১৬ লিটার পানিতে ১৩ গ্রাম) গিফট (১লিটার পানিতে ১ গ্রাম), অনলাইন (১৬ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম), এমিস্কোর (১ লিটার পানিতে ১মিলি), লালন (১৬ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম), নিড থ্রি (১ লিটার পানিতে ১ মিলি), টাইনোভা (১০ লিটার পানিতে ৮ গ্রাম), ব্লাষ্টক্লীন (১৬ লিটার পানিতে ২৫ মিলি) ট্রাইসাইক্লাজল/স্ট্রবিন গ্রুপের যে কোন ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৭-১০ দিন ব্যবধানে ২ বার স্প্রে করুন।

বিঃদ্রঃ- প্রতি বিঘা জমিতে চার ড্রাম (ঢোপ) পানি অবশ্যই ব্যবহার করবেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপ-সহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে অথবা ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারেঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সাপাহার, নওগাঁ।